দৈনিক বাংলা

021

তারিখ ... 18.1.85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 6 ...

বোর্ডের বাতিল বই বেচাকেনা : নতুন বই বেরুতে দেরী

।। হাসিনা আশরাফ ।।

প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বোর্ডের কয়েকটি বই চলতি শিক্ষাবছরে বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু বাজারে প্রকাশ্যে বাতিল বইয়ের বেচাকেনা চলছে। কর্তৃপক্ষ বাতিলকৃত এসব বই সম্পর্কে কোন ঘোষণা দেননি।

বাতিলকৃত বোর্ডের বইয়ের মধ্যে রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা; তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা, অংক, সমাজপাঠ ও বিজ্ঞান; চতুর্থ শ্রেণীর অংক; অষ্টম শ্রেণীর অংক এবং নবম শ্রেণীর অর্থনীতি।

এসব বই বাজারে ছাড়ার জন্য টেক্সটবুক বোর্ড ও প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতর একে অপরকে দোষারোপ করছে।

বোর্ড বলেছে, শিক্ষা পরিদফতর প্রতি বছরই প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বই মুদ্রণের নির্দেশ দিয়ে থাকে। এসব বই কিভাবে বিতরণ হয় এবং কিভাবে বিতরণের বই বাজারে বিক্রি হয় বোর্ড সে সম্বন্ধে অবগত নয়।

পক্ষান্তরে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতর থেকে বলা হয়েছে, গত অক্টোবর মাসে বোর্ড কর্তৃ

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বোর্ডের বাতিল বই

(১ম পৃঃ পর)

পক্ষ গুদাম খালি করার জন্যে যে কয়েক হাজার বিনামূল্যের পাঠ্য বই বাজারে ছেড়েছিলেন, সেগুলোই এখন বেচাকেনা চলছে বলে তাদের ধারণা।

বই-বাজার থেকে পাওয়া তথ্যে পাঠ্যপুস্তক ব্যবসায়ে এই দুর্নীতির জন্যে সার্বিক অব্যবস্থাই দায়ী বলে জানা যায়। এক শ্রেণীর প্রকাশকের মাধ্যমে কিভাবে পাঠ্য বইয়ের এ ধরনের ব্যবসা চলে, সংশ্লিষ্ট সকলেই অবগত জানেন বলে এই সূত্র থেকে দাবী করা হয়। তবুও একই মহল একই প্রক্রিয়ায় পাঠ্যবই-এর এই অসাধু ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে নতুন বছরের জন্যে পাঠ্য পুস্তক প্রকাশে এবার বেশ বিলম্ব ঘটছে। মার্চের আগে সব বই পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনা ক্ষীণ। ১ম ও ২য় শ্রেণীর কিছু কিছু বই ঢাকা শহরে বিতরণের জন্যে ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরে পাঠানো হলেও এসব বই এখনো ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছেনি।

এ বছর পাঠ্যবই সংকটের জন্যে টেক্সটবুক বোর্ড প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনকে দায়ী করেছে। তারা জানিয়েছে, চলতি বছর ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং ৫ম শ্রেণীতে অর্ধেক মূল্যে পাঠ্য বই সরবরাহের জন্যে বোর্ড গত বছর আগেভাগেই প্রস্তুতি নিয়েছিল। মোট ৩ কোটি ৪৪ লাখ বই প্রকাশের লক্ষ্যে ১৩০টি ছাপাখানার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। বিসিআইসির সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক ১৯৮৪-এর মার্চ-অক্টোবর সময়ের মধ্যে কর্ণফুলী কাগজের মিল থেকে ৩ হাজার মেট্রিক টন অফসেট কাগজ ও ১৬ হাজার রিম কভার কাগজ এবং খুলনা কাগজের মিল থেকে দেড় হাজার মেট্রিক টন বুকপ্রিন্ট এবং ৩শ' মেট্রিক টন নিউজ প্রিন্ট কাগজ সরবরাহের শিডিউল দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তারা ২রা অক্টোবর ও ২৯শে ডিসেম্বর দু দফায় ১ হাজার ৯শ' মেট্রিক টন অফসেট কাগজ এবং ৭ হাজার রিম কভার পেপার এবং পৌনে ৮শ' মেট্রিক টন বুকপ্রিন্ট এবং মাত্র ৭০ মেট্রিক টন নিউজপ্রিন্ট সরবরাহ করেছে। কর্ণফুলী ও খুলনা মিলের কাছে এখনো বোর্ডের পাওনা রয়েছে ১১শ' মেট্রিক টন অফসেট কাগজ, ৯ হাজার রিম কভার পেপার, সোয়া দশ মেট্রিক টন বুকপ্রিন্ট এবং ২৩০ মেট্রিক টন নিউজপ্রিন্ট।

জানা গেছে, অফসেট পেপারে ১ম ও ২য় শ্রেণীর পাঠ্য বই ছাপার কাজ দ্রুত চলছে। কিন্তু কভার পেপারের স্বল্পতার কারণে ছাপা হয়েও বই বের হতে পারছে না।

পক্ষান্তরে টেক্সটবুক বোর্ডের অভিযোগ, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন অস্বীকার করেছে। তাদের মতে, নির্ধারিত সময়ে তারা সাধ্যমত কাগজ দিতে চেষ্টা করেছে। বর্তমানে কাগজ পাঠানোর কাজ অব্যাহতভাবেই চলছে।

বোর্ড সূত্র থেকে অবশ্য দাবী করা হয়েছে যে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত ৫ই জানুয়ারী থেকে ঢাকা শহরে বিতরণের জন্যে ১ম ও ২য় শ্রেণীর এক লাখ বইয়ের সেট প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরে পাঠানো হয়েছে। চলতি মাসের মধ্যে এই দুই শ্রেণীর বাকী বইও ছাপার কাজ তারা শেষ করতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর প্রায় এক কোটি নতুন বই ছাপতে সময়ের প্রয়োজন। মার্চের আগে এসব বই ছাপা শেষ করা সম্ভব হবে না বলে তারা আশংকা করছেন।

এ বছর বেসরকারী প্রকাশকদের মাধ্যমে ৮ম শ্রেণীর অংক ও ৯ম শ্রেণীর অর্থনীতির নতুন বই প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও ৮ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত সব পাঠ্য বই পুনর্মুদ্রনের এবং বিতরণের জন্যে বেসরকারী প্রকাশকদের নামে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রকাশকদের বই বাজারে ছাড়ার কথা। কিন্তু সময়মত কাগজ না পাওয়ায় তারাও বই ছাপতে পারেনি বলে জানান। সম্প্রতি জরুরীভাবে তাদেরকে প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহের জন্য তারা দাবী জানালে ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে তাদের কাগজ সরবরাহের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ে পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে আংশিকভাবে পাওনা কাগজের বরাদ্দ নিয়ে পাঠ্যবই মুদ্রনের কাজ চলছে। আগামী মাস থেকেই উচ্চ শ্রেণীর কিছু কিছু বই বাজারে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।